দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 10 2006 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

৪৬

আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে শিক্ষকরা

আন্দোলন দীর্ঘতর হওয়ার সম্ভাবনা

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

চলমান শিক্ষক আন্দোলন সহসাই বন্ধ হচ্ছে না। বরং তা আরো দীর্ঘতর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণা না হলে এ মাস থেকেই শুরু হচ্ছে ধর্মঘটী শিক্ষকদের আমরণ অনশনসহ আরো কঠোর আন্দোলন। এদিকে চাকরি জাতীয়করণের দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ার জন্য শিক্ষকরা তিন মন্ত্রীকে দোষারোপ করে তাদের পদত্যাগ দাবি করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি-দাওয়ার বিষয় নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষকদের আলোচনার আহ্বান জানালেও তাতে তারা কোন সাড়া দেননি। চাকরি জাতীয়করণের ১০ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট গত ৬ জুলাই থেকে শিক্ষক ধর্মঘটের ডাক দেয়। এর পর পরই গত শনিবার থেকে ধর্মঘটের ডাক দেয় জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট। ধর্মঘটের ফলে পুরো শিক্ষাঙ্গন স্থবির হয়ে পড়েছে। গতকাল রবিবার দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়াকে 'ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের কথা বিবেচনা করে আলোচনায় বসার আহ্বান

আলোচনার প্রস্তাব

(২০শ পৃঃ পর)

শিক্ষক কর্মচারীদের প্রাণের দাবি চাকরি জাতীয়করণের সুস্পষ্ট ঘোষণা না দিলে আমরা কোন প্রকার আলোচনায় বসবো না। স্বাভাবিক আন্দোলনে সরকার দাবি না মানলে শিক্ষকরা আমরণ অনশনে যেয়ে আত্মাহুতিও দিবেন বলে জানান তিনি।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি অবশ্যই সরকারকে মানতে হবে।

শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ না হওয়ার পিছনে শিক্ষক নেতা সেলিম ভুঁইয়া, অর্থমন্ত্রী এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে দায়ী করে তাদের পদত্যাগ দাবি করেছেন। অপরদিকে শিক্ষক নেতা শরিফুল ইসলাম শিক্ষামন্ত্রীকে দায়ী করে তার পদত্যাগ চেয়েছেন। এদিকে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান একটি টিভি চ্যানেলকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বেসরকারি শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া যৌক্তিক। এটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

চাকরি জাতীয়করণের লক্ষ্যে ১০ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ঢাকায় মহা অবস্থান ধর্মঘটসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট। গতকাল রবিবার রাজধানীর মেট্রোপলিটন স্কাউট ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে জোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে প্রতিদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ঘন্টা মতবিনিময়, ১০ জুলাই সকাল ১১টায় উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও একই সময়ে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে বিক্ষোভ মিছিল, ১১ জুলাই জেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও একই সময়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মিছিল নিয়ে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ, ১৩ জুলাই উপজেলা ও জেলা সদরে মানববন্ধন, ১৪ জুলাই থেকে ২০ জুলাই বিভাগীয় সমাবেশ এবং ২৩ জুলাই থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঢাকায় মহা অবস্থান ধর্মঘট।

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির (জেপি) মহাসচিব শেখ শহীদুল ইসলাম দেশে ধর্মঘট পালনরত বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে অবিলম্বে